জীবননগর উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের পুনঃনির্মাণ কাজের উদ্বোধন

৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে জীবননগর উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের পুনঃনির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে এই নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইসা, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল,, জীবননগর থনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক প্রমুখ।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জীবননগর উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এ সময় মাসিক সাধারন সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র,জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইসা,

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবু মো. আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর থনার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক প্রমুখ।

সভায় অতিথিরা জীবননগর উপজেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন।

কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় এক সাব ডিলার ডিলারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনও বিতান কুমার মন্ডল।

এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা রোডের মেসার্স কৃষি বিতরণী নামের সাব ডিলারের দোকানে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এসময় ওই কৃষকের অভিযোগের সত্যতা পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। কৃষকের কাছ থেকে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত সিনজেনটা কোম্পানির থিয়োভিট সারের মোড়কে লেখা মূল্যের অতিরিক্ত ৪০ টাকা দাম বেশি বেশি রেখেছে ওই সাব ডিলার।

এসময় সাব ডিলার ফারুককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিতান কুমার মন্ডল বলেন, এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে আজ এক সাব ডিলারের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

প্রতারক কামরুজ্জামানের থেকে জমি ফেরত পেলেন দুই প্রতিবেশী, একজন অপেক্ষায়

সেই প্রতারক কামরুজ্জামানের কাছে থেকে জমি ফেরৎ পেলেন দুই প্রতিবেশী। অধিক তদন্তের জন্য অপর একজনকে অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। আগামী ২১ আগস্ট তার শুনানী হবে।

বৃহস্পতিবার গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম দুই পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী শেষে এ আদেশ দেন।

এসময় তিনি মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করে অভিযোগকারী তেরাইল গ্রামের কালুর স্ত্রী রোজিফা খাতুন, রবকুল শাহ্ এর স্ত্রী মারজিয়া খাতুনের জমির খারিজ তাদের বুঝিয়ে দেন।

তবে বানুয়ারা খাতুন ও আব্দুল মান্নানের জন্য আগামী ২১ আগস্ট পরবর্তী শূনানীর দিন ধার্য করেন।

শুনানী থেকে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাধীন ৪১নং তেরাইল মৌজার ১নং খতিয়ান ভুক্ত ৪৪৫১দাগের খাস ১০শতক এর মধ্যে ০৪শতক জমি বানুয়ারা ও মান্নান কে বন্ধোবস্থ কেস নং ১৪২/১২/২০০৪-০৫ ও উপজেলা বন্দোবস্ত কেস নং◌ঃ৫০/১২/২০০৪-০৫ ভূমিহীন হিসাবে ৮৫৮৩নং দলিল মুলে বন্দোবস্ত দেয় সরকার। গত ১৬/০৩/০৬ ইং তারিখে ৯১/পি-২/২০০৫-০৬ নাম জারি করে বসবাস করে আসছে বানুয়ারা।

কিন্তুু প্রতারক মীর কামরুজ্জামান লেলিনসহ তার পরিবারের লোকজন ১৫৩/২০০৫নং মামলা করে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে এবং আদালত বানুয়ারার পক্ষে রায়ও প্রদান করেন। কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করে কামরুজ্জামান, যা বিচারাধীন রয়েছে। এ অবস্থায় মীর কামরুজ্জামান লেলিন ভূয়া জমির কাগজ সৃষ্টি করে ২০১৪ সালে নাম জারি করেন। যার নং ২৯/৯-পি-০১/২০১৪-১৫।

২০০৪ সালে ভুয়া ভূমিহীন দেখিয়ে ১নম্বর খতিয়ানের ৪৪৫১ দাগের খাস

১০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেন মীর কামরুজ্জামান লেলিনের বাবা মীর লুৎফুর রহমান পরবর্তী ২০০৫ সালে সরকার সে বন্দোবস্ত বাতিল করে দেন।

তাই খারিজ জালিয়াতির ক্ষেত্রে আশ্রয় নেন এই সব প্রতারণার ১৯৯৫ সালের কামরুজ্জামানের বাবা লুৎফর রহমানের ভুয়া খারিজের কপি যার নম্বর ৯৭৩ /১পি-১ম/১৯৯৫-১৯৯৬ হোল্ডিং নম্বর ২৫৮৭ দাগ ৪৪৫১ দেখিয়ে ২০১৪ সালে নিজ নামে খারিজ করেন কামরুজ্জামান লেলিন।

তবে, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং উপজেলা ভূমি অফিসের ঐ ২৫৮৭ হোল্ডিং এ দেখা যায় ওই নামজারিটি মুশফিকুর রহমান, পিতার রুহুল আমিন, সাং: বাদিয়াপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর নাম আছে। ঐ নামের স্থলে মীর কামরুজ্জামান তার বাবার নাম মীর মীর লুৎফর রহমান জালিয়াতি করে বসিয়ে দেন।

মীর কামরুজ্জামান লেনিন

এছাড়া কামরুজ্জামানের তার বাবা মৃত মীর লুৎফর রহমান খারিজ টি অন্য আরেক জনের খারিজ দেখিয়ে করেছে যার নাম ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা: পালান শেখ স্ং◌া নিজ, খতিয়ান ১০১১ দাগ ৪৪৫১।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের ভলিউমের ১০১১ খতিয়ানে গেলে দেখা যায় ছলিম উদ্দিন শেখ পিতা পালান শেখ তার দাগ নম্বর ২৬৯৬ এখানেও দাগ নম্বর ২৬৯৬ এর জায়গায় জালিয়াতি করে ৪৪৫১ বসিয়ে দেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, তিন জন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হয়। এসময় রুজিফা খাতুন ও মারজিয়া খাতুনের ৪৪৪৮ ও ৪৪৪৯ দাগের ২টি জমির খারিজ বহাল রেখে মীর কামরুজ্জামানের খারিজ বাতিল করা হলো।

এবং বানুয়ারা খাতুনের ৪৪৫১ দাগের জমিটি খারিজের ক্ষেত্রে বড় জালিয়াতি দেখা যাচ্ছে। আগামী ২১ তারিখ শুনানি শেষে এ জালিয়াতি সত্যতা পেলে মীর কামরুজ্জামান লেনিনের বিরুদ্ধে উপজেলা ভূমি অফিস আদালতে জালিয়াতি মামলা দায়ের করবে ।

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মীর কামরুজ্জামানের প্রতারণার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে মেহেরপুর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ স্বপ্রণোদিত হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং পিবিআই কে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। মামলাটি তদন্ত শেষ পর্যায়ে আছে। এর মধ্যেই ভুক্তভোগীরা মীর কামরুজ্জামানের কাছে থেকে কিছু জমি ফেরত পেলেন।

পড়ুন কামরুজ্জামানের প্রতারণার সেই সংবাদ মীর কামরুজ্জামান, প্রতারণায় ছুঁয়েছেন আসমান (ভিডিও সহ)

আরও পড়ুন মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ : মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আদালতের মামলা (ভিডিও)

মুজিবনগরে চুরিকৃত ছাগল সহ ২ জন চোর আটক

মুজিবনগরে ছাগলসহ দুজন ছাগল চোরকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার মধ্যে রাতে ভবরপাড়া গ্রামের আকালি দফাদার ও একই গ্রামের প্রভাত মন্ডলের বাড়ি থেকে ছাগল চুরি করে দুপুরের দিকে বিক্রির উদ্যেশে নিয়ে যাবার সময় আনন্দবাস-বাগোয়ান তিন রাস্তার মোড়ে পাকড় গাছের কাছে থেকে তাদের আটক করে স্থানীয় জনতা।

পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে ২টি ছাগলসহ চোর দুজনকে থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে চোর দুজন তাদের ছাগল চুরির সত্যতা স্বীকার করেন।

আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর উত্তরপাড়ার আরজ আলীর ছেলে সুইট আলী (২৬) ও ভবরপাড়া গ্রামের মুজিবনগর কমপ্লেক্স গেট পাড়ার সাইদ শেখের ছেলে রুবেল শেখ (২২)। আটকের পর আকালি দফাদার বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় তাদের দুজনের নামে একটি মামলা দায়ের

করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, বৃহস্পতিবার দুপরে আনন্দবাসের কিছু জনগন দুজন চোরকে আটক করেছে এমন সংবাদ শুনে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের থানা হেফাজতে নিয়ে আসে।

থানায় এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে ১ নং আসামী সুইট আলী চুরি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এদিকে ছাগল মালিক আকালি দফাদার বাদী হয়ে তাদের নামে থানায় মামলা দায়ের করে।

মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিসের নিয়ন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব!

মেহেরপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস। যে অফিসের নিরাপত্তাকর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে উপ-সহকারী পরিচালক সকলে ঘুষ ছাড়া যেন কিছুই বোঝেন না। নতুন পাসপোর্ট কিংবা নবায়ন, সকল পাসপোর্ট আবেদনকারীর থেকেই নেওয়া হয় ঘুষ। আর সব কিছুর মূল নিয়ন্ত্রক পরিচ্ছন্নতাকর্মী মো: বিপ্লব হোসেন। দীর্ঘ ৯ বছর মেহেরপুর পাসপোর্ট অফিস কর্মরত থাকায় সে মুকুটহীন বসে পরিণত হয়েছেন।

উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগীতায় বিপ্লব হোসেন এ কাজগুলো করে থাকেন। এমনটিই বলেছেন পাসপোর্ট করতে আসা কয়েকজন সেবা গ্রহীতা।

গতকাল বুধবার ১০ (আগষ্ট) মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মেহেরপুরে প্রতিদিনের একটি টিম দুই ঘন্টার অনুসন্ধানে এসব তথ্য উঠে এসেছে। তবে, উপ-সহ পরিচালক জাকির হোসেন সাংবাদিকদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজেই এডিসি’র মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বলেন আমাকে এখনি এডিসির সাথে দেখা করতে যেতে বলছেন বলে তিনি অফিস থেকে চলে যান।

মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সূত্র জানায়, গত জুলাই মাসে

এই পাসপোর্ট অফিসে ২৮/০৫/২০১৩ সালে যোগদান করেন। সে সর্বসাকুল্যে ১৬ হাজার টাকা বেতনে চাকুরী করলেও শহরের অভিজাত ভবনে ভাড়া নিয়ে বসবাস করে থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ একই অফিসে চাকুরীর সুবাদে পুরো অফিসকেই জিম্মি করে ফেলেছেন তিনি। পাসপোর্ট অফিস সংলগ্ন ৪-৫ টি কম্পিউটার দোকান গড়ে উঠেছে এখানে। এসব কম্পিউটার দোকানকে কেন্দ্র করেও স্থানীয় দালাল ও কম্পিউটার মালিকদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তোলা হয়েছে। আর এই দালাল সিন্ডিকেটদের সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গোপন আঁতাত রয়েছে। দালাল সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সুকৌশলে আদায় করা হয় ঘুষ বাণিজ্যের টাকা। জেলা থেকে প্রতিদিন গড়ে একশ পাসপোর্ট আবেদন জমা হয় পাসপোর্ট অফিসে। এ আবেদনগুলি কম্পিউটারের দোকান থেকে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। আবেদনের সময় দোকান মালিক ও দালালরা

আবেদনকারীদের কাছ থেকে ব্যাংকের নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন। পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীরা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের সঙ্গে খারাপ আচরণসহ নানাভাবে হয়রানি করারও অভিযোগ করেন তারা।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের আইনজীবী নারগিছ খাতুনও ছিলেন পাসপোর্ট অফিসে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, গ্রাহকদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে এ অফিসে। পাসপোর্ট অফিস থেকে বিভিন্ন ভুল ধরে সংশোধন করতে এফিডেভিডের জন্যও পাঠানো হয়।

এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে মেহেরপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপ-সহকারী পরিচালক জাকির হোসেন বলেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী বিপ্লব ভুল করেছে। এবারের মত মাফ করে দেন এবং সংবাদ প্রকাশ করেন না বলে অনুরোধ করে বলেন আমি তার বদলির ব্যবস্থা করছি।

কর্মকর্তাসহ ৪৬ পুলিশের

বিরুদ্ধে জেলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রীর আদালতে মামলা

ভোলা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আরমান হোসেনসহ ৪৬ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা মামলা দায়ের করেছে নিহত ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নিহত নুরে আলমের স্ত্রী ইফাত জাহান সিফাত।

বৃহস্পতিবার (১১ আগস্ট) দুপুরে ভোলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ মামলা দায়ের করেন তিনি।

ভোলা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক তথ্যের নিশ্চিত করেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আমিরুল ইসলাম বাসেত জানান, নিহত ভোলা জেলা ছাত্রদল সভাপতি নিহত নুরে আলমের স্ত্রী ইফাত জাহান সিফাত বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার ভোলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪৬ জনের বিরুদ্ধে এ হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আদালত আগামী ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব তথ্য প্রমাণাদি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার অভিযোগে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে ভোলা জেলা বিএনপি। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সদর রোডে যাওয়ার সময় পুলিশ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী এবং ১০ পুলিশ সদস্য আহত হয়। ওইদিন আব্দুর রহিম নামে এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহত হন। গত ৩ আগস্ট ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ঘটনায় গুরুতর আহত জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নুরে আলম মারা যান।

মেহেরপুরে তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির আত্মসর্ম্পণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি ধলা গ্রামের তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আছির উদ্দীন
(৪২) আদালতে আত্মসমর্পন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আছির উদ্দীন গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মৃতু হোচেন আলীর ছেলে।

চাঞ্চল্যকর তিন ভাই হত্যা মামলাটি ২০১৬ সালের ১৯ মে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কেএম মুসা এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

এই মামলার ১ নং এজাহার নামীয় আসামি দুখু বাহিনীর প্রধান দুখুকে মৃত্যুদন্ড, আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এছাড়া আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সময় তিনজনই পলাতক ছিল। পরে আছির উদ্দীন গোপনে মালেশিয়া পালিয়ে যান।

উল্লেখ্য, চাঁদার দাবী করে না পেয়ে ২০০৮ সালের ৩১ আগষ্ট রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোসলেম আলীর ছেলে কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালিন সদস্য (মেম্বর) ইন্দাদুল হক, বড় ভাই জাহিদুল ইসলাম রুহুল আমিন ওরফে উলামিনকে মধ্যরাতে ঘর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে এনে উঠানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। বাহিনী প্রধান দুখুর নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৪০ জন দূর্বত্ত এই নৃশংস হত্যাকান্ডে অংশ নেয় বলে এলাকাবাসি জানান।

এঘটনার পরদিন নিহত জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী রেনুকা খাতুন বাদি হয়ে

দুখু বাহিনী প্রধান মিনহাজ উদ্দিন দুখু, তোজাম্মেল, আছিম উদ্দিন, আব্দুল মালেক নাহারুল ইসলাম, আজিজুল হক, সাবদার আলী, কাবুল ইসলামসহ ৩২ জনকে এজাহার নামীয় আসামি ও ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার মামলা নং ১, তারিখ ০১/০৯/২০০৮। জিআর মামলা নং ৩৬২/২০০৮, সেশন মামলা নং ৭৮/২০১০, ধারা ৩০২/৩৪ পেনাল কোড।

গাংনী থানার এস আই মোরাদ আলী ও শফিকুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
মামলায় ৪০ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন

মেহেরপুরের রাজাপুরে ভাস্তেকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করলো চাচা

পৈত্রিক জমিতে বসানো স্যালো মেশিনের পাইপের মালিকানার দাবীতে সৃষ্ঠ বাকবিতন্ডার জের ধরে ভাস্তে মোহন আলী (১৭)কে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করেছে।

স্থানীয়রা আহত সুমন আলীকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১২ টার সময় সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত সুমন আলী ওই গ্রামের মজিল হোসেনের ছেলে।

বর্তমানে তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানান মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক মেহেদী হাসান। তিনি বলেন, এখানে তার ঘাড়ের উপর সেলাই দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েই রেফার্ড করা হয়েছে।

সুমনের ভাই মুন্না জানান, সকালের দিকে মাঠের জমিতে পুঁতে রাখা স্যালো মেশিনের পাইপের মালিকানা দাবী নিয়ে আমার সাথে চাচা আবুল হোসেনের বাক বিতন্ডা হয়। সেখান থেকে আমি বাড়ি চলে আসি।

এই বাকবিতন্ডার জের ধরে আমার ছোট সুমনকে দোকানে বসে থাকা অবস্থায় হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে। এসময় প্রত্যক্ষদর্শিরা ছুটে এলে সে পালিয়ে যায়।

এবার গ্রেফতার তালেবের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিওরিটি আইনে মামলা

নিজের ফেসবুক লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেওয়া তালেবকে (৪২) নামে ২০১৮ সালের ডিজিটাল সিকিওরিটি এ্যাক্ট এর ২৫/২৯/৩১ ধারায় একটি মামলা এফআইআরভুক্ত হয়েছে। মামলার নং ৮, তারিখ ১০/০৮/২০২২ ইং।

গাংনীর সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শেখ আনিসুজ্জামান লুইস বাদী হয়ে গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি করেছেন। তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বুধবার (১০) দিবাত রাতে গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামে অভিযান চালিয় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আবু তালেব গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের হাটপাড়া এলাকার হারুন অর রশিদ ওরফে হারুর ছেলে।

জানা গেছে, সরকার জ্বালানীর দাম বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়ার পর গত শনিবার রাতে নিজ ফেইসবুক আইডিতে লাইভে এসে আবু তালেব প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে গালিগালাজ করেন।

বিষয়টি ব্যাপক ভাইরাল হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল

হওয়ার পর প্রশাসের মধ্যে তোলপাড় হয়। সেদিন থেকেই পুলিশের পৃথক টিম বিভিন্ন স্খানে অভিযান শুরু করলে আত্মগোপনে চলে যান এই ব্যক্তি।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাকে গ্রেফতারের জন্য ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশ দুই দিন ধরে যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। পরে গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে তাকে আটক করে প্রথমে ডিবি কার্যালয়ে নেয়া হয়। পরে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) গ্রেফতারকৃত আবু তালেবকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হবে।